তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬০৩

**লেখনীর মধ্য দিয়ে জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, লেখনীর মধ্য দিয়ে জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে, আলোড়ন সৃষ্টি করতে হবে। লেখনীকে দেশ গড়ায় কাজে লাগাতে হবে। যাতে এদেশে আর কখনো হরতাল, অবরোধের নামে অস্থিরতা সৃষ্টি না হয়, অপরাজনীতি করার সুযোগ কেউ না পায়। শুধু জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নে এদেশের রাজনীতি নিবেদিত হয়। এ বিষয়ে লেখক ও প্রকাশকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। লেখনী ও সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে তাঁদের জনগণকে প্রভাবিত করতে হবে, সচেতন করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার মিলনায়তনে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ‘বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ও উন্নয়ন এবং ISBN বরাদ্দদান ও ব্যবহার’ বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, আরকাইভ হলো লেখক ও প্রকাশকদের অমরত্বের স্থান। কেননা, সেখানে তাঁদের মূল্যবান সৃষ্টিকর্ম যুগ যুগ ধরে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সংরক্ষিত থাকে। তিনি বলেন, কপিরাইট আইন ২০২৩ এর ৫৯ ধারা মোতাবেক আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রকাশকদের বই সরবরাহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নতুন প্রজন্মের স্বার্থে ও নিজেদের সৃষ্টিকে অমর করে রাখার লক্ষ্যে তিনি এসময় লেখক-প্রকাশকদের আইন অনুযায়ী প্রকাশিত বইয়ের একটি কপি আরকাইভে সংরক্ষণের আহ্বান জানান।

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. খান মোঃ নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের রেজিস্ট্রার মোঃ দাউদ মিয়া, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব শাহনাজ সামাদ ও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সৃজনশীল সাহিত্য স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক আলমগীর সিকদার লোটন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) এস এম আরশাদ ইমাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) মোঃ আব্দুর রশিদ।

#

ফয়সল/পাশা/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬০২

**কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা স্মার্ট সরকার স্থাপনে অপরিহার্য**

 **--- ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

 কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার স্বীকৃতিস¦রূপ ভূমি মন্ত্রণালয়ের পাঁচজন গণকর্মচারী ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন।

 আজ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে সম্মাননা সনদ ও স্মারক তুলে দেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। এ সময় শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্তদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান ভূমিমন্ত্রী। ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

 ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ নজরুল ইসলাম, উপসচিব ড. মোঃ রাজ্জাকুল ইসলাম, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মোঃ শাহজামাল, অফিস সহায়ক মোঃ আব্দুল বাছেদ এবং অফিস সহায়ক হাবিবা আক্তার নিজ নিজ ক্যাটেগরিতে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন করেন।

 ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আব্বাছ উদ্দিন, ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মোঃ সাবিরুল ইসলাম, ঢাকার জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান সহ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের চারটি স্তম্ভের মধ্যে ‘স্মার্ট সরকার’ অন্যতম। কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা স্মার্ট সরকার স্থাপনে অপরিহার্য। আমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে এমনভাবে কাজ করতে হবে, যা কর্মক্ষেত্রে আমাদের অনুজদের অনুপ্রাণিত করে। ভূমি মন্ত্রণালয় একটি সেবামুখী মন্ত্রণালয় উল্লেখ করে ভূমিমন্ত্রী আরো বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর ও সংস্থায় কর্মরত সবাইকে আইনের মধ্যে থেকে ভূমিসেবা গ্রহীতার সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করতে হবে।

 প্রসঙ্গত, স্মার্ট সরকার স্তম্ভের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পাদিত উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে সরকারি- বেসরকারি ১২টির অধিক দপ্তর-সংস্থার সাথে ডেটার আন্তঃসংযোগ, ল্যামস-এর আন্তঃসিস্টেমসমূহের মাধ্যমে আন্তঃযোগাযোগ, কিউআর কোডভিত্তিক খতিয়ান, দাখিলা ও ডিসিআর, ২য় প্রজন্মের স্মার্ট মিউটেশন, স্মার্ট এলডি ট্যাক্স, স্মার্ট খতিয়ান, এলএসজি’র মাধ্যমে সকল ধরনের ডেটার আন্তঃসংযোগ, ২০টির অধিক এসওপি বা গাইডলাইনের খসড়া প্রণয়ন।

#

নাহিয়ান/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬০১

**পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি সর্বনিম্ন সাড়ে ১২ হাজার টাকা**

 **-- শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক, (৭ নভেম্বর):

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মূল মজুরি ৫৬ দশমিক ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে সাড়ে ১২ হাজার টাকা সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে মূল মজুরি ৬ হাজার ৭০০ টাকা, বাড়ি ভাড়া ভাতা মূল মজুরির ৫০ ভাগ ৩ হাজার ৩৫০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৭৫০ টাকা, যাতায়াত ভাতা ৪৫০ টাকা এবং খাদ্যভাতা ১ হাজার ২৫০ টাকা। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে নতুন মজুরি কার্যকর হবে। এর আগে পোশাক শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণে গঠিত বোর্ডের ষষ্ঠ সভায় এই মজুরি চূড়ান্ত করা হয়।

প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে তার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রেসবিফিংয়ে নতুন মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করেন।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দীন, বিকেএমইএ’র সভাপতি সেলিম ওসমান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ তৌফিকুল আরিফ, ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী মোল্লা, মালিকপক্ষের প্রতিনিধি ও বিজিএমইএ’র সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, বিজিএমইএ’র সভাপতি ফারুক হাসান, মজুরি বোর্ডের শ্রমিক পক্ষের স্থায়ী প্রতিনিধি সুলতান আহমেদ, পোশাক শিল্পের মজুরি নির্ধারণ কমিটির শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি সিরাজুল ইসলাম রনি, শ্রমিক লীগের সভাপতি নূর কুতুব আলী মান্নানসহ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

#

ফেরদৌস/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬০০

**শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সারা দেশে অভাবনীয় উন্নয়ন হয়েছে**

 **--- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

 গোসাইরহাট (শরীয়তপুর), ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর):

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, শরীয়তপুরসহ আশপাশের অঞ্চলের অর্থনীতির জন্য গোসাইরহাট-পট্টি নদীবন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতি যেহেতু ব্যাপক এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে গোসাইরহাট ও শরীয়তপুরের এই অঞ্চল পিছিয়ে থাকবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পায়রা, মংলা, চট্টগ্রাম ও মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর-সব কিছুর সাথে এই নৌপথ যুক্ত থাকবে। এই এলাকার আগামী দিনের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই বন্দরটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়া পর্যন্ত অভাবনীয় উন্নয়ন হয়েছে। তিনি পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বঙ্গবন্ধু টানেল, থার্ড বিমান বন্দর টার্মিনাল নির্মাণ করেছেন। মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ ও নৌকা মার্কার কারণে দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রতিমন্ত্রী আবারও নৌকা মার্কায় আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান।

 প্রতিমন্ত্রী আজ শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাটে নবঘোষিত গোসাইরহাট-পট্টি নদী বন্দরের উদ্বোধন শেষে এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন ।

 খালিদ মাহমুদ বলেন, প্রান্তিক পর্যায়ে এই এলাকাগুলো এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল জায়গাটা হচ্ছে নৌপথ। এই নৌপথ যাত্রীদের থেকেও ব্যবসা-বাণিজ্য জোগান দেবে বেশি। যখন নদীবন্দর হয়ে যাবে তখন বিআইডব্লিউটিএ চ্যানেল ঠিক করার জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করে যাবে। তিনি বলেন, আমরা অনেকগুলো ড্রেজার সংগ্রহ করেছি, বাংলাদেশে এখন অনেকগুলো ড্রেজার আমাদের সংরক্ষণে আছে সরকারি পর্যায়ে এবং বেসরকারি পর্যায়ে। নৌপথ সচল রাখতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ আছে। ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন কার্যক্রমের মধ্যে এই নৌ পথটি একটি।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় চায় নদীকেন্দ্রিক এই জেলার মানুষ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা যেন পায় সেই জায়গাটা আমরা তৈরি করতে চাই, তারও একটি অংশ এই নদী বন্দর। ভবিষ্যতে বিআইডব্লিউটিএ এর আরো অনেক কার্যক্রম আমরা এই শরীয়তপুরে দেখতে পারব। ভবিষ্যতেও এই নদী বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ করতে যা যা দরকার তা আমরা করবো। এসময় এই নৌ বন্দর নির্মাণে স্থানীয় সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাকের অক্লান্ত প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের এই নেতা বলেন, আপনারা খুব সৌভাগ্যবান যে নাহিম রাজ্জাক এর মতো একজন জনপ্রতিনিধি পেয়েছেন। শরীয়তপুরের মধ্যে প্রান্তিক পর্যায়ে তিনি একটি নৌবন্দর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের থেকে আদায় করেছে এবং এটি বিআইডব্লিউটিএ এর ৪৫ তম নৌ বন্দর।

 উল্লেখ্য, শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলা এবং পৌরসভা সংলগ্ন জয়ন্তী নদীর অববাহিকায় বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক স্থাপিত পট্টি নদী বন্দরের সংরক্ষক বিআইডব্লিউটিএ। গোসাইরহাট-পট্টি নদী বন্দর এলাকাটি গোসাইরহাট উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। গোসাইরহাট-পট্টি নদী বন্দর এলাকার গোসাইরহাট-পট্টি লঞ্চঘাট থেকে বর্তমানে ঢাকা- চাঁদপুর- হাটুরিয়া-পট্টি-ডামুড্যা নৌপথে এবং ঢাকা-হাটুরিয়া-পট্টি-ডামুড্যা নৌপথে প্রতিদিন ৩টি করে মোট ৬টি দোতলা লঞ্চ চলাচল করে। গোসাইরহাট-পট্টি লঞ্চঘাট থেকে প্রতিদিন প্রায় ২০-৩০টি ট্রলার যোগে বিভিন্ন ধরনের মালামাল চাঁদপুর এবং স্থানীয় চরাঞ্চলে পরিবহন করে থাকে। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে পট্টি, হাটুরিয়া ও ডামুড্যা লঞ্চঘাট থেকে ইজারার মাধ্যমে সরকারের ১৮ লাখ টাকা আয় হয়েছে।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯২০ঘণ্টা

Handout Number : 1599

**Prime Minister calls upon all parties to ensure**

**humanitarian access and an immediate ceasefire in Gaza**

 Dhaka, 7 November 2023 :

  Condemning the Israeli atrocities committed against innocent women and children in Gaza, Prime Minister Sheikh Hasina called upon all parties to ensure humanitarian access and an immediate ceasefire in Gaza during delivering a statement at the Opening Ceremony of the International Conference on Women in Islam: Status and Empowerment held on 6 November 2023 in Jeddah, KSA. Reaffirming Bangladesh’s commitment to remain united for an independent and sovereign State of Palestine, the Prime Minister expressed her steadfast commitment to do her part on behalf of the Palestinian brothers and sisters.

 Prime Minister Sheikh Hasina attended the Conference as Guest of Honor as a global recognition of her exemplary role in women empowerment. She spoke about women empowerment locally and globally and expressed Bangladesh’s readiness to share her experience in enhancing the opportunities of Muslim women in particular.

 Prince Faisal bin Farhan, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom Saudi Arabia (Chair of the Islamic Summit), OIC Secretary-General Hissein Brahim Taha, the Vice-President of Benin, the United Nations Deputy-Secretary General Amina Mohammed, Foreign Minister of Indonesia, and Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Mauritanians Abroad of Mauritania delivered speech in the Opening Ceremony of the Conference.

 On the sideline of the Opening Ceremony of the Conference Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia Prince Faisal bin Farhan, OIC Secretary-General Hissein Brahim Taha, Vice-President of the Iran for Women and Family Affairs Ensieh Khaz'ali, and Executive Director of OIC Women Development Organization (WDO) Dr. Afnan Alshuaibly called on the Prime Minister Sheikh Hasina, separately.

 This three-day long Conference aims at shedding light on the successes of Muslim women and promote women empowerment in Muslim societies.

#

Masum Billah/Pasha/Sanjib/Joynul/2023/1845 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৯৮

**বিএনপি অন্ধ হলেও জনগণ অন্ধ না**

 **--- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

 স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, প্রতিদিনই বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত শেখ হাসিনার উন্নয়নের ছোঁয়া চলে যাচ্ছে। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, পাতালপথ, উড়াল সেতুর পাশাপাশি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, বিদ্যুতের ঘাটতি নাই, স্বাস্থ্যখাতে জেলায় জেলায় হাসপাতালের বেড দ্বিগুণের বেশি করা, প্রতিটি জেলা হাসপাতালে ১০ বেডের অতিরিক্ত ডায়ালাইসিস বেড করা, আট বিভাগে আটটি ১৫০০ শয্যার ক্যান্সার কিডনি হাসপাতাল করা, এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিক করে সেখানে ৩০ রকমের ওষুধ বিনামূল্যে দেয়া থেকে শুরু করে করোনা মহামারি মোকাবিলা করে বিশ্বে ৫ম স্থান অর্জন করাসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অথচ এগুলোর কিছুই বিএনপি চোখে দেখে না। বিএনপি যে জ্বালাও পোড়াও করে, মানুষের জানমালের ক্ষতি করে ক্ষমতায় যেতে চায় দেশের মানুষ এখন তা বোঝে। তবে, তারা (বিএনপি জোট) অন্ধ হতে পারে কিন্তু দেশের জনগণ অন্ধ নয়।

 আজ রাজধানীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ডক্টর'স কোয়ার্টার্স সংলগ্ন নবনির্মিত স্টাফ কোয়ার্টার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

 স্বাস্থ্যমন্ত্রী বর্তমান সরকারকে ইস্পাতের মতো শক্ত উল্লেখ করে বলেন, বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার ইস্পাতের ন্যায় শক্ত ও মজবুত। রাস্তা অবরোধ করে বা জ্বালাও-পোড়াও এর মতো অপরাজনীতি করে এই ইস্পাত ন্যায় সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষমতা অন্তত বিএনপির নেই।

 দেশের সরকারি হাসপাতালে মানুষের প্রতিদিনের চিকিৎসা নিতে আসার আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, হিসাব অনুযায়ী দেশের কেবল সরকারি হাসপাতালগুলোতেই মাসে গড়ে ৩৬ কোটি মানুষ সেবা নিচ্ছে। সরকারি হাসপাতালের প্রতি আস্থা না থাকলে, চিকিৎসা না পেলে মানুষ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসত না। সব হাসপাতালের বেড দ্বিগুণের বেশি করার পরও মানুষ জায়গা না পেয়ে ফ্লোরেও চিকিৎসা নিচ্ছে। গত পাঁচ বছরে ১৬ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অথচ এর আগের বিগত ৪৫ বছরে চিকিৎসক ছিল মাত্র ১৫ হাজার। নার্স নেয়া হয়েছে ২০ হাজার, অন্যান্য পদেও হাজার হাজার লোক নেয়া হয়েছে। নতুন করে অনেক ইনস্টিটিউট, হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হয়েছে। এগুলো সবই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান।

 জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক মীর জামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আখতারুজ্জামান, স্বাচিপ এর মহাসচিব অধ্যাপক কামরুল হাসান মিলন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) রাশিদা আকতারসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

#

মাইদুল/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৯৭

**নেতৃত্বহীন বিএনপি দেশের নেতৃত্ব চাওয়া হাস্যকর**

 **--- এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর):

 পানি সম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, বিএনপির নিজেদের নেতৃত্ব নিয়েই সমস্যা। খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান দু’জনের সাজাপ্রাপ্ত আসামি। খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতায় বাসায় থাকতে পারছে। আর তারেক রহমান বিদেশে পলাতক। সেই নেতৃত্বহীন বিএনপি দেশের নেতৃত্ব চাওয়া হাস্যকর।

 আজ দিনব্যাপী শরীয়তপুরের নড়িয়ায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 উপমন্ত্রী শামীম বলেন, স্বৈরাচারী আদর্শ ও সন্ত্রাসের ধারক-বাহক এবং উগ্র-সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিএনপি সবসময় গণতন্ত্রের পথকে ভয় পায়। তাদের রাজনীতি হলো যে কোনো উপায়ে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল। তিনি আরো বলেন, বিএনপির তথাকথিত আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় তারা এখন পাগলের প্রলাপ বকছেন। বিদেশি প্রভুদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাড়া না পেয়ে এবং জনগণ দ্বারা বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিএনপি নেতারা দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। বিএনপি এক এক সময় এক এক কথা বলে।

 উপমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্র, সংবিধান, আইনের শাসন, নির্বাচনি ব্যবস্থা হত্যা করে এখন তারা নিজেদের গণতন্ত্রকামী হিসেবে প্রকাশ করছে, যা হাস্যকর। সামরিক স্বৈরাচার জিয়াউর রহমান ও তার উত্তরসূরি খালেদা জিয়ার শাসনামলে দেশে শুধু যুদ্ধাপরাধী ও পাকিস্তানপন্থীরা রাজনীতি করতে পেরেছে। তাদের সময় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অবাধ বিচরণ ছিল।

 মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও প্রগতিশীল চেতনা নির্বাসিত ছিল উল্লেখ করে উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম বলেন, ২০০১ সালে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতা দখলের পর আওয়ামী লীগের ২৪ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছিল। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে হত্যার উদ্দেশ্যে ‘সন্ত্রাসবিরোধী শান্তি সমাবেশ’-এ নারকীয় গ্রেনেড হামলা চালিয়ে ২২ নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়।

 আওয়ামী লীগের সাবেক এই সাংগঠনিক সম্পাদক বলেন, নিজেদের কৃতকর্মের জন্য বিএনপির মধ্যে কোনো অপরাধবোধ নেই। তারা এখনো ওই হামলাকারীদের পক্ষে সাফাই গায়। আরেকটি ১৫ই আগস্ট সৃষ্টির হুমকি দেয়। যে দল নিজেরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে না, দেশের মানুষকে তারা কী গণতন্ত্র দেবে?

 শামীম বলেন, সফল রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার মানিবক, কল্যাণকর ও সুদক্ষ নেতৃত্বের কারণে গত দেড় দশকে বাংলাদেশ এক অভূতপূর্ব উন্নয়ন-অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অভিযাত্রায় ধারাবাহিভাবে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। এখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশসভায় আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ। তাই আগামী নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনা আবারও ক্ষমতায় আসবেন।

 এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ওহাব বেপারী, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপ কমিটির সদস্য জহির সিকদার, নড়িয়া পৌরসভার মেয়র আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক মাল, সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খোকন, উপদেষ্টা জোবায়েদা হক অজন্তা, উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান জাকির বেপারী, জপসা ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার মাদবর, ভোজেশ্বর ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম সিকদার, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলী আহমেদ সিকদার, সাধারণ সম্পাদক খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

 এসময় বীর মুক্তিযোদ্ধা এ এফ এম নুরুল হক হাওলাদার (সাবেক সংসদ সদস্য) সেতু, ভূমখাড়া ইউনিয়নে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলাবক্স মিয়া সড়ক (পাটদল যুক্তিতলা ব্রিজের পূর্ব দিক হতে পন্ডিতসার পর্যন্ত) এবং কীর্তিনাশা নদীর উপর ভোজেশ্বর-জপসা সেতু ও বিঝারী উপসী তারাপ্রসন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন, নড়িয়া পৌরসভার ৪টা সড়ক ও অফিসার্স ক্লাব আয়োজিত টেনিস টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম।

#

গিয়াস/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৯৬

**শেষ সন্ত্রাসী নির্মূল হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে**

 **--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘অবরোধ-হরতাল-কর্মসূচির নামে যারা গাড়ি-ঘোড়া পোড়ায়, মানুষের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে তারা দেশ, জাতি ও সমাজের শত্রু। আমরা এদেরকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। শেষ সন্ত্রাসী নির্মূল হওয়া পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘ব্রিগেড ৭১’ আয়োজিত ‘ধর্মান্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী দলগুলোর রাজনীতি এবং আমাদের করণীয়’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। একাত্তরের রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা ও বিভিন্ন পেশাজীবী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ‘ব্রিগেড ৭১’ সংগঠনের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজ্জাকুল হায়দার চৌধুরীর সভাপতিত্বে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন।

‘একাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু যেভাবে পাড়ায়-মহল্লায় প্রতিরোধ কমিটি করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, এখন আবার এই আগুন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পাড়ায়-মহল্লায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার সময় এসেছে’ উল্লেখ করে মন্ত্রী ড. হাছান বলেন, ‘গর্তের মধ্যে যারা ঢুকেছে তাদেরকে গর্ত থেকে বের করে এনে শায়েস্তা করা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া এটা আমাদের দায়িত্ব।’

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘যারা সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের পর মায়াকান্না করে, এত গ্রেপ্তার কেন হচ্ছে -সেই কথা বলে, তাদের কাছে প্রশ্ন যে, কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি কি গাড়ি-ঘোড়া পোড়ানো হতে পারে! গাড়ির মধ্যে হেলপার শুয়ে আছে গাড়ি চলছে না, সেই গাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ২৮ অক্টোবর তারা পুলিশ হত্যা করল, পুলিশ হাসপাতালে হামলা চালাল, ১৯টি অ্যাম্বুলেন্স জ্বালিয়ে দিল, শতাধিক পুলিশ আহত হলো এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলা পরিচালনা করল, ৩২ জন সাংবাদিক আহত হয়েছে। এগুলো যারা করে তো জঘন্য সন্ত্রাসী, হিংস্র হায়ানার চেয়েও হিংস্র এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জনগণের দায়িত্ব এবং সরকারি দল হিসেবে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব। ‘ব্রিগেড ৭১’ কে অনুরোধ জানাব যে আপনারা জনগণকে আরো সচেতন করে তুলুন।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের সরকার বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সবসময় সহযোগিতা করে এসেছে। সারা দেশে তারা সমাবেশ করেছে, সরকার নিরাপত্তা দিয়েছে। মাঝেমধ্যে নিজেরা মারামারি করেছে এর বাইরে গত ১৫ বছরে তাদের মিটিংয়ে একটা পটকাও ফোটে নাই। অথচ আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম, জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ২১ আগস্ট বৃষ্টির মতো গ্রেনেড ছুঁড়ে আওয়ামী লীগের ২২ জনকে হত্যা, ৫ শতাধিক নেতাকর্মীকে আহত করা হয়েছিল। আমার শরীরে এখনো ৪০-৪২টি স্প্রিন্টার। অনেকের শরীরে শত শত স্প্রিন্টার, কেউ কেউ পঙ্গু হয়েছে। বিএনপির তারা প্রকাশ্য জনসভায় হামলা চালিয়ে শাহ এস এম কিবরিয়াকে হত্যা, আহসান উল্লাহ মাস্টারকে হত্যা, শেখ হেলাল এমপি, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত এমপির জনসভায় হামলা করে অনেক মানুষকে হতাহত করেছিল, কোটালিপাড়ায় ৭৬ কেজি বোমা পুঁতে রাখা হয়েছিল। এখনো তারা সন্ত্রাস অব্যাহত রেখেছে, সন্ত্রাসী দলে পরিণত হয়েছে।’

মুক্তিযুদ্ধ গবেষক সাংবাদিক মোস্তফা হোসেইন উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধভিত্তিক আলোচনায় অংশ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বার এসোশিয়েনের সাধারণ সম্পাদক এড. আব্দুল নুর দুলাল, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সাবেক সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, ‘ব্রিগেড ৭১’ এর যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, ডিআরইউ’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলাম রাজু, ব্যারিস্টার সৌমিত্র সরদার, নৌ কমান্ডো মোশাররফ হোসেন, আতাউর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদুল্লাহ ও সাংবাদিক শামীম আক্তার চৌধুরী প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির রূপরেখার ওপর আলোকপাত করেন।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/রফিকুল/রেজাউল/২০২৩/১৭৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৯৫

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। এ সময় ৩৬৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৬৬৩ জন।

#

সুলতানা/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২৩/১৬৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৯৪

**১৪৬টি সেবা মাইগভ প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করল বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর):

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টারভুক্ত ২৭টি সেবাসহ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থার মোট ১৪৬টি সেবা ডিজিটালাইজ করে সেবাসমূহকে মাইগভ প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা হয়েছে।

আজ সচিবালয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহ মাইগভ প্ল্যাটফর্মে উন্মুক্তকরণ বিষয়ক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক । অনুষ্ঠানটি সঞ্চলানা করেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আব্দুর রউফ। এসময় এটুআই প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থার প্রধানগণ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, আজ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টারভুক্ত ২৭টি সেবাসহ দপ্তর, সংস্থার মোট ১৪৬টি সেবা ডিজিটালাইজ করে সেবাসমূহকে মাইগভ প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা হয়েছে, যাতে সকল সেবা একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে গ্রহণ করা যায়। এটা সত্যিই খুব আনন্দের বিষয়।

মন্ত্রী আরো বলেন, ‘ডিজিটাল বাংলাদেশের অবদান, এক ঠিকানায় সব সমাধান’ এ স্লোগানটি নিয়ে মাইগভ অ্যাপটি ২০২০ সালে উদ্বোধন করেনপ্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন আর তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা দেশকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন। তাঁর লক্ষ্য বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

একটি স্মার্ট দেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল নাগরিক সেবা অনলাইনে কোনো ধরনের হয়রানি ছাড়া প্রদান করা হবে বলে আশা প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সরকার গৃহীত নীতিমালা ও পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। ‘হাতের মুঠোয় সরকারি সেবা’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এটুআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সরকারি সেবাগুলো সংশ্লিষ্ট অংশীজনের জন্য ‘মাইগভ’ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের কার্যক্রম চালু করেছে। এই ‘মাইগভ’ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট অংশীজন সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য অনলাইনে আবেদন এবং সেবা নিতে পারছেন।

#

সৈকত/জামান/সাঈদা/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১৪৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৯৩

**শেখ হাসিনা দরিদ্রবান্ধব প্রধানমন্ত্রী**

 **--খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ (সাপাহার), ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর):

বর্তমান সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমান সরকার প্রধান শেখ হাসিনাকে গরিববান্ধব প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

আজ নওগাঁর সাপাহারে খঞ্জনপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিরন্টি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত বর্তমান সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত জনগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছেন শেখ হাসিনা। গ্রামে কিংবা শহরে বিদ্যুৎ সংযোগ নাই এমন বাড়ি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে সরকার। বিএনপি-জামায়াত করে বলে কাউকে বিদ্যুৎ এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। সরকারের প্রচেষ্টা ছিল বলেই উন্নয়ন তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছেছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা থাকলে দেশের উন্নয়ন টেকসই হবে।

এসময় তিনি আগামী নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল শক্তিই কৃষি। জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আসে এই কৃষি থেকে। চাষাবাদ পদ্ধতিকে আরো আধুনিকায়ন এবং উৎপাদনশীল করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সরকার নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ভর্তুকি মূল্যে সার, ট্রাক্টর ও সেচসহ নানা প্রণোদনা দিয়ে আধুনিক চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করছে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

শিরন্টি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ আমিনুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন সাপাহার উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ শামসুল আলম শাহ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রেজা সারোয়ার এবং উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সাহজাহান হোসেন।

#

কামাল/জামান/শাম্মী/রাসেল/কলি/কামাল/২০২৩/১৩২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৯২

**মানবসম্পদ উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার**

 **- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

লাকসাম (কুমিল্লা), ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

দেশের উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কোনো বিকল্প নেই উল্লেখ করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, যেকোনো জাতির ভাগ্য উন্নয়নে মানবসম্পদ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
থাকে। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার।

গতকাল কুমিল্লার লাকসামে নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ ও লাকসাম উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এ সময় উপস্থিত শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বর্তমান সময়ে টিকে থাকতে হলে প্রযুক্তিগত জ্ঞান আহরণের কোনো বিকল্প নেই। তিনি শিক্ষার্থীদের এসময় কঠোর পরিশ্রম করে ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের সাথে সাথে দেশ ও দশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার আহ্বান জানান।

মোঃ তাজুল ইসলাম এসময় ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতা গ্রহণ করে তখন বাংলাদেশের জিডিপির আকার ৪৭ বিলিয়ন ডলার ছিল উল্লেখ করে বলেন, বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশের জিডিপির আকার ৫০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি দাঁড়িয়েছে। উন্নয়নের এই সুফল দেশের প্রত্যেকটি মানুষ ভোগ করছে দাবি করে তিনি বলেন, বিএনপি-জামাত আন্দোলনের নামে দেশকে অরাজকতার দিকে ঠেলে দিতে চায়। দেশে যথাসময়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, দেশের মানুষ এখন নির্বাচনমুখী এবং বিচ্ছিন্ন সহিংসতা করে বিএনপি নির্বাচন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর (মেজর) মিতা সফিনাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মোঃ কামরুজ্জামান, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার, কুমিল্লার জেলা প্রশাসক খন্দকার মুঃ মুশফিকুর রহমান, পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান, লাকসাম উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইউনুছ ভূঁইয়া ও ওয়াকফ প্রশাসক গিয়াস উদ্দিন।

#

হেমায়েত/জামান/রাসেল/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৯১

**জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে জাতীয় সংবিধান দিবস পালন**

**নিউইয়র্ক, ৭ নভেম্বর :**

গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ পালন করা হয়। এতে মূল বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত।

রাষ্ট্রদূত বলেন, আমাদের সংবিধান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাস মহান মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের গৌরবময় ইতিহাসের নির্যাস। এ সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা সেদিন দেশে জনতার শাসনতন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। এতে মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি সমাজে ন্যায়বিচার, সমতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে দিয়েছে।

স্থায়ী প্রতিনিধি তাঁর বক্তব্যে সংবিধান প্রণয়ণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, সংবিধান বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন এবং পবিত্র দলিল। এর মর্যাদা সম্মুন্নত রাখা আমাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে আমাদের সংবিধানের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা আমাদের সংবিধানকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধানের মর্যাদা দিয়েছে।

#

জামান/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১০:০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৯০

**দেশের অব্যাহত অগ্রগতি থমকে দেওয়ার জন্যই বিএনপির আন্দোলন**

 - **স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

টাউন হল (কুমিল্লা), ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, দেশের অব্যাহত অগ্রগতি থমকে দেওয়ার জন্যই বিএনপির আন্দোলন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাদুকরি নেতৃত্বে বাংলাদেশের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে।

গতকাল কুমিল্লার টাউন হলে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা সমাবেশ ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এসময় একটি পরাশক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, যারা আজকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে কথা বলে তারা কীভাবে গাজা ও ফিলিস্তিনে নির্বিচারে বেসামরিক নারী ও শিশু হত্যায় সহযোগিতা করে। মন্ত্রী প্রশ্ন রেখে বলেন, গাজা কি মানবাধিকারের আওতার বাইরে?

মোঃ তাজুল ইসলাম এসময় দেশের অব্যাহত অগ্রগতি বজায় রাখতে সবাইকে দৃঢ়সংকল্প নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে ভোটে জয়যুক্ত করতে হবে। যারাই অগ্নি সন্ত্রাস ও দেশের মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তাদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মন্ত্রী এসময় দেশের ক্রান্তিকালে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও আনসার বাহিনীর প্রতি সদয় ছিলেন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কুমিল্লা রেঞ্জের কমান্ডার মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার, কুমিল্লার জেলা প্রশাসক খন্দকার মুঃ মুশফিকুর রহমান ও পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান।

#

হেমায়েত/জামান/রাসেল/আসমা/২০২৩/১০০০ ঘণ্টা

আ**জ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৮৯

**গণপ্রকৌশল দিবস ও আইডিইবি’র ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘গণপ্রকৌশল দিবস ২০২৩’ ও ‘ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)’-এর ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীউপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“গণপ্রকৌশল দিবস ২০২৩’ ও‍ ‘ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)’-এর ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি আইডিইবি’র সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

টেকসই জাতীয় উন্নয়নের জন্য নাগরিকদের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ও প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বক্ষেত্রে গবেষণার মধ্য দিয়েই আমাদের মেধামননের দক্ষতা বিশ্বকে জানান দিতে হবে। দেশে আরো বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক তৈরির লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার ‘বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সাইন্স এন্ড আইসিটি’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে এবং সব কাজ করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে ১৯৭৩ সালে এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের পথ ধরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে একটি প্রযুক্তিনির্ভর, জ্ঞানভিত্তিক, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশ গড়তে বদ্ধপরিকর।

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও দেশের উন্নয়নে ব্যাপক সংখ্যক প্রযুক্তিবিদ ও জনগণকে উদ্ভাবনে উৎসাহিত করে নব নব উদ্ভাবন করা ও তা বাজারজাতকরণে এগিয়ে আসা এখন সময়ের দাবি। এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক উদ্যোক্তা ‍সৃষ্টি হবে। গতি পাবে অর্থনীতি এবং চাকরি নির্ভরতা হ্রাস পাবে। দেশে শিল্প কারখানার প্রসার হবে। বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য জাতির উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। আমি মনে করি-এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী, গবেষক ও উদ্যোক্তাদের বিরাট অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। আমাদের ছেলে-মেয়েরা অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী। একটু সুযোগ পেলেই তারা নিজেদের মেলে ধরতে পারে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তাদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। এর জন্য আমাদের সরকার সব ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এবং পর্যায়ক্রমে আরো সুযোগ সৃষ্টি করবে। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় নীতিমালাও তৈরি করা হবে। আমরা সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছি। তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা ইউনিয়ন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছি। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আর এ জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ প্রতি জেলা ও উপজেলায় স্থাপন করা হচ্ছে। আমি আশা করি- এ সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের উদীয়মান যুব শক্তি নিজেদের উদ্ভাবনী চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটাবেন এবং প্রচলিত চাকরি বাজারের পেছনে না ঘুরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন। বিষয়টি অনুধাবনে নিয়ে ‘গণপ্রকৌশল দিবস ২০২৩’ ও আইডিইবি’র এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রতিপাদ্য ‘উন্নয়নের জন্য উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা নীতি’ নির্ধারণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সময়োচিত প্রতিপাদ্য নির্ধারণ ও এর আঙ্গিকে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য আমি আইডিইবিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করছি- মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যতম সংগঠন আইডিইবি বিগত বছরগুলোতেও গণপ্রকৌশল দিবস উপলক্ষ্যে প্রযুক্তি চিন্তাহীন রাজনীতি শোষণের হাতিয়ার, গণমুখী প্রযুক্তি-গণমানুষের মুক্তি, কৃষি জমি রক্ষা কর-পরিকল্পিত গ্রাম গড়, দক্ষতা সংস্কৃতি-জাতীয় সমৃদ্ধি, নীল অর্থনীতি-এনে দেবে সমৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়নে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জাতীয় সমৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইত্যাদি প্রতিপাদ্য নির্ধারণপূর্বক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমনস্ক জাতি গঠনে সচেষ্ট ছিল। যা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করেছে। আমাদের সরকার আইডিইবি’র বেশ কিছু সুপারিশ রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। আমি এর জন্য আইডিইবিকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি ‘গণপ্রকৌশল দিবস ২০২৩’ ও আইডিইবি’র ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/জামান/রাসেল/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৮৮

**গণপ্রকৌশল দিবস ও আইডিইবি’র ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘গণপ্রকৌশল দিবস ২০২৩’ ও ‘ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)’-এর ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীউপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“গণপ্রকৌশল দিবস ২০২৩ ও ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)’র ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি আইডিইবি’র সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। সরকারের এ বিশাল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতির উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশের পাশাপাশি কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে একটি দেশকে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। তাই দারিদ্র্য বিমোচনে প্রচলিত কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বিকল্প উৎসকে উৎসাহিত করতে সরকার নতুন নতুন ধারণার উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা বিকাশে গুরুত্ব দিয়েছে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ৩ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে, যাদের বড় অংশই হবেন উদ্যোক্তা। প্রেক্ষিতে গণপ্রকৌশল দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘উন্নয়নের জন্য উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা নীতি’ যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

যুবকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পূর্বশর্ত। সম্ভাবনাময় যুবকদের ব্যবসা সংক্রান্ত নিয়মনীতি ও পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দেশে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান খাতসমূহের বিকাশ ও প্রয়োজনীয় জনমত গঠনে সরকারি-বেসরকারি সকল অংশীজনের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে। আইডিইবি’র প্রকৌশলীগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধারণ করে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অবদান রাখার পাশাপাশি একটি উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবনবান্ধব বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর অবদান রাখবেন- এ প্রত্যাশা করি।

আমি আইডিইবি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও গণপ্রকৌশল দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/জামান/কলি/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ